প্রথম আলো

তারিখ 25 JUL 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

২৩ শতাংশ শিশু এখনো স্কুলের বাইরে রয়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের প্রতি চার শিশুর একজন স্কুলে যায় না। প্রতি ১০ জনের নূজন শিশু প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। আর ছয় থেকে ১০ বছর বয়সী প্রায় ২৩ শতাংশ শিশু এখনো স্কুলের বাইরেই রয়ে গেছে।

শিশু সমতা মানচিত্র : সামাজিক বঞ্চনার ক্ষেত্রসমূহ' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভালো কাজ করার সুনাম আছে, এমন উপজেলাগুলোতে ১০ শতাংশ শিশু স্কুলে যায় না। খারাপ মানের উপজেলাগুলোতে এ হার ৪৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস) ও ইউনিসেফ এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে। গতকাল বুধবার পরিসংখ্যান ব্যুরোর মিলনায়তনে প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকার।

প্রতিবেদনে ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করে সামাজিক অসমতার ধরন এবং অগ্রগতি ও সামাজিক বঞ্চনার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া ভৌগোলিক অঞ্চল, গ্রাম ও শহর, সম্পদসহ বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে সামাজিক সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা যেসব বৈষম্যের শিকার, তা তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দেশে এক-তৃতীয়াংশে নারীর বিয়ে হয় ১৫-১৯ বছর বয়সে। ২০০১ সালে বাল্যবিয়ে ছিল ৩৭ শতাংশ, ২০১১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৩২ শতাংশে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এ কে খন্দকার বলেন, প্রতিবেদনটি কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করবে। কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, কাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা নির্দিষ্ট করতে কাজে লাগবে।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব নজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন বিআইডিএসের জ্যেষ্ঠ রিসার্চ ফেলো জুলফিকার আলী।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ বলেন, এ প্রতিবেদনে শিশু নির্যাতন, অপুষ্টি ও প্রতিবন্ধী শিশুদের তথ্য থাকলে ভালো হতো।

প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে শিশুশ্রমিক (১০-১৪ বছর বয়সী এবং স্কুলে যায় না) ৬ শতাংশ। ২০০১ সালে ছিল ১০ শতাংশ। দেশে ছেলে শিশুশ্রমিকের সংখ্যা বেশি। অন্যদিকে গ্রামের চেয়ে শহরে এই শ্রমিক বেশি।

আলোচনায় বাংলাদেশে ইউনিসেফ প্রতিনিধি প্যাসকেল ডিলনোভ বলেন, সবচেয়ে প্রান্তিক ও বঞ্চিত অঞ্চলে বসবাসকারী শিশুদের জন্য এ প্রতিবেদন সতর্কবাণী হিসেবে কাজ করবে।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সিলেটের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হলেও বিভিন্ন সামাজিক সূচকে পিছিয়ে আছে। সামাজিক সূচক পরিবর্তনে অর্থই বড় কথা নয়। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আরেক উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, মনে করা হয় ধর্মীয় গোঁড়ামি বাল্যবিয়ের অন্যতম কারণ। সে হিসেবে সিলেট ও চট্টগ্রামে এ হার বেশি থাকার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে কম। এ দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে নতুন এজেন্ডা নির্ধারণের সুযোগ আছে।

শিশু সমতা মানচিত্র প্রকাশ

আদমশুমারির তথ্য বিশ্লেষণ করে ভৌগোলিক অঞ্চল, গ্রাম ও শহর, সম্পদসহ বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে সামাজিক সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা যেসব বৈষম্যের শিকার, তা তুলে ধরা হয়েছে